একটি কুকুরের মৃত্যু

জোট সরকারের চার বছরের টেনিউরে দেশে সত্যি সত্যি বোধ হয় উন্নয়নের জোয়ার বয়ে গেছে। বোধ হয় বললাম এজন্যে যে আমার মতো কিছু পেনশনভোগী কিংবা কর্মরত চাকুরে অথবা খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের লোকেরা যখন বাজারে যাই, জিনিসপত্রের দাম দেখে উন্নয়নতত্ত্ব সম্পর্কে মাঝে মধ্যে সংশয় জাগে। তবে আমার ভায়রাভাই আবুল হোসেনের দু'বছরে যে উন্নতি দেখছি, তাতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে দেশে সত্যি উন্নয়নের জোয়ার থৈ থৈ করছে। আবুল হোসেন ফ্রি-ল্যান্স ব্যবসায়ী, যখন যেটা সুবিধা হয় সেই ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। সম্প্রতি সে একটা রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানা কিনে এবং তা অন্যের কাছে বিক্রি করে বছরখানেকের মধ্যে একাত্তর কোটি টাকা লাভ করেছে বলে বাজারে গুজব (পাঠক, চমকাবেন না, লাখ নয় সত্যি কোটি) । পুরোনো করোল্লা গাড়ীটির পরিবর্তে পঁচাত্তর লাখ দিয়ে একটি পাঁচ মডেলের পাজেরো কিনেছে সে। পাজেরো জীপের চাকার তলার মানুষ আমি, সেই আমিই কিনা ভায়রাভাই'র সৌজন্যে পাজেরো বিবির কোলে বসে ফ্যান্টাসি কিংডমে বেড়াতে গিয়েছিলাম সেদিন ! এই উন্নতিকে জোয়ার ছাড়া আর কোন্ অভিধায় বিশেষিত করা যায়?

সেদিন সকালে গিন্নী বড়োসড়ো একটা বাজার লিষ্ট এবং সাথে গোটা পাঁচেক থলে ধরিয়ে দিয়ে বাজারে যাওয়ার আদেশ করলেন। এতদিন আমি তাকে আদেশ করে এসেছি, পেনশনে যাওয়ার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এখন তিনি আমাকে আদেশ করেন, আমাকে বিনাবাক্যব্যয়ে তা পালন করতে হয়। লিষ্ট মোতাবেক বাজার করার সামর্থ আমার আছে কিনা সেটা বিবেচনা করার ভার তার না। কী আর করা? ভাবলাম, একবার শিকদার সাবের চেম্বারে যাই। শিকদার সাব আমার সাথেই রিটায়ার করেছে, রিটায়ারের পর বাজারের মোড়ে একটা দোকান নিয়ে সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়েছে- ডাঃ শিকদার, হোমিওপ্যাথ। তিরিশ বছরের চাকুরি জীবনে কখনও তার এই বিদ্যার কথা জানতে পারিনি। বিশুদ্ধ জল বেঁচে তিনি এখন মোটামোটি ভালই ইনকাম করেন। ঠেকাঠুকায় ধার দেওয়ার বাতিক আছে শিকদারের, পরিবর্তে কোনপ্রকার সুদ দাবী করে না। মহৎ লোক।

তো সবেমাত্র দশ কদম এগিয়েছি, হঠাৎ প্রচন্ড একটা ধ্রুম। ইলেকট্রিকের খাম্বার উপর থেকে কিছু কাক কা কা করে আকাশে উড়লো, ভাবলাম বোধ হয় পিডিবি'র কোন একটা ট্রান্সফরমার মনের দুঃখে সুইসাইড করলো। ধাতস্থ হয়ে দেখি মানুষের চিল্লাচিল্লি, দৌড়াদৌড়ি। বিষয়টা কী হলো? পাশ দিয়ে এলাকার স্বঘোষিত গার্ডিয়ান কালন দৌড়ে যাচ্ছিল। সরকারি দলের প্রথম সাড়ির ক্যাডার। বুকের কাছটা চেপে ধরে আছে, সেখানে কোন পিস্তলটিস্তল কিংবা টাকার বান্ডিল আছে আশা করি। কালন আমাকে খুব সমীহ করে। বলল- 'আঙ্কেল, বাকশালী হারামজাদারা আবার বোম্ ফাটাইছে, নাড়িভুড়ি বাইরাইয়া গেছে একজনের। বাসায় যান আঙ্কেল'।

কালনের কথায় সারা শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল, সেই সাথে শরীরমন জুড়ে ঝিরঝিরে স্বস্তি । যাক্, আজকের জন্যে তো বাজারের গরম আঁচ থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

বাসায় ফিরে টেলিভিশন খুলতেই ইতিহাসের বৃহত্তম আতশবাজীর খবর বেরিয়ে আসতে থাকে গলগল করে ! বুঝতে পারি দুই নেত্রীর পরস্পর চাপান-উতোর খেলার আরেকটি মোক্ষম সুযোগ এসে গেল। সেই সঙ্গে চাপা পড়ে গেল সম্প্রতি ঘটে যাওয়া চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঘটনাগুলি (যেমন ব্রাম্মনবাড়িয়ার কল্লা শহীদের ওরসের বোমা হামলা, ব্রাম্মনবাড়িয়ায় কাদিয়ানিদের উপর বোমা হামলা, ব্রাম্মনবাড়িয়ার ট্রিপল মার্ডার ঘটনা, ঝিন্টু মিয়ার ফাঁসি মওকুফের অমানবিক ঘটনা, মীরপুরে ছেলের সামনে বাপ খুনের ঘটনা, পুলিশ কতৃক মহম্মদপুরের মেধাবী ছাত্রহত্যার ঘটনা, জামাল উদ্দিন অপহরণ মামলার ফেরারী আসামী শহীদ চেয়ারম্যানকে নিয়ে নাটকের ঘটনা, বাঁশখালির ইলেভেন মার্ডার কেসের আসামি গ্রেফতার ও ক্ষমতাসীন দলের এমপি'র ভাইয়ের জড়িত থাকার ঘটনা ইত্যাদি ইত্যাদি)। অন্তত সপ্তাহ দুয়েক পাবলিক এই বোমা হামলা নিয়ে মেতে থাকবে এখন, আগের ঘটনাগুলি আস্তে আস্তে চাপা পড়ে যাবে ইনশাল্লাহ। এরপর অন্য কোন ঘটনা এসে বর্তমান ঘটনাকে ঢেকে দেবে। সব ঘটনা-দুর্ঘটনা ব্রেনে ষ্টোর করে রাখতে দরকার

পেন্টিয়াম ফোর চিপস। ঈশ্বর অন্ততঃ বাংলাদেশী মডেলগুলির ভেতর গোটাকয়েক করে পেন্টিয়াম ফোর ভরে দিলেই পারতেন। যেভাবে দ্রুত সব ঘটনা ঘটছে, ঈশ্বরের ডিজাইন পরিবর্তনের সময় এসে গেল এবার।

ঘটনার চব্বিশ ঘন্টা পার না হতেই দেখা গেল- সবকিছু ঠিকঠাক মতোই- মানে আমার আন্দাজ মতোই ঘটছে। যেমনঃ

১। আওয়ামী লীগ সরকারের উপর দোষ চাপিয়ে বলল- ঘটনার নেপথ্য নায়ক খোদ্ সরকার। সুতরাং প্রতিবাদে তারা সরকারের পদত্যাগ দাবী করলো, বিক্ষোভ মিছিলের কর্মসূচী দিল, হরতালের ডাক দিল। ক্ষমতায় থেকে বিএনপি দেশজুড়ে বোম ফাটিয়ে নিজের পায়ে নিজে কুড়োল মারতে যাবে- এই থিওরী অকাটতম পাবলিককেও গেলানো যাবে বলে মনে হয় না।

২। বিএনপি তড়িঘড়ি করে মুক্তাঙ্গানে মিটিং ডেকে বললো- ঘটনার নায়ক বাকশালীরা। সার্ক সম্মেলন বানচাল করতেই নাকি তারা একাজ করেছে (যেমনটি তারা করেছিল মাস কয়েক আগে- কিবরিয়াকে হত্যা করে!)। শেখ হাসিনা, জলিল, নাসিম আর সাবের চৌধুরিকে ধরে রিমান্ডে নিলেই সব ঘটনা বেড়িয়ে আসবে (আমাদের ভাটপাড়া গ্রামের তৃতীয় শ্রেনীর মস্তান কালন মিয়ার তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়াও ঠিক এ রকমই ছিল)। ঘটনার পেছনে বাকশালী ইন্ধনের একটা মটিভ অবশ্য পাওয়া যায়, দেশজুড়ে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। তবে আওয়ামী লীগের পাষ্ট হিষ্টুরি ষ্টাডি করলে এই থিওরী ধোপে টেকে না। আওয়ামী লীগ একটা অপদার্থ দল। পাঠক ভেবে দেখুন, বঙ্গাবন্ধু হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনী ফারুক-রশীদরা সুদীর্ঘ্য তিরিশ বছর বাংলাদেশেই অবস্থান করেছে, ঢাকার রাস্তায় চলাফেরা করেছে। নির্বাচন নির্বাচন খেলার মধ্য দিয়ে তারা এমনকি জাতীয় সংসদেও বসেছে। আওয়ামী লীগে তথাকথিত এত সহস্র মুজিবসেনা থাকতেও তিরিশ বছরে কারও সাহস হলো না ফারুক-রশীদদের গায়ে এতটুকু ফুলের আঁচড় দিতে। কেউ সাহস করে বললো না, তোমরা অসাংবিধানিক পন্থায় বন্দুকের সাহায্যে আমাদের পিতাকে হত্যা করেছো, মাকে হত্যা করেছো, ভাইকে হত্যা করেছো, বোনকে হত্যা করেছো। সুতরাং তার বদলা নিতে আমরাও তোমাদেরকে অসাংবিধানিক পন্থায়ই হত্যা করলাম। তোমরা মানুষ হত্যা করেছো, আমরা পশু হত্যা করলাম। বস্তুত হত্যা, ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস- ইত্যাদি নানারূপ এলিমেন্ট একুশ শতকের রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে যার সাথে আওয়ামী রাজনীতি এখনও আপডেটেড হতে পারেনি। এমতবস্থায় এমন একটা অপদার্থ ব্যর্থ দল দেশজুড়ে এতবড়ো একটা ষড়যন্ত্রের জাল স্বার্থকভাবে পাততে পারবে- তা বিশ্বাস করা কঠিন।

৩। নিষিদ্ধ ঘোষিত জমায়েতে মুজাহিদিন ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে তাৎক্ষনিকভাবে প্রচার পায়। জিহাদী আদর্শে উজ্জীবিত বাংলা ভাইয়ের এই সংগঠনটির কর্মীবাহিনী এতটাই নিবেদিতপ্রাণ যে তাদের পক্ষে এর চেয়েও বড় অপারেশন সাকসেসফুল করার যোগ্যতা আছে। তবে কথা হলো, জোটের আড়ালে বাংলা ভাইরাই এখন আসল ক্ষমতায়। ক্ষমতায় থেকে ঢাকঢোল পিটিয়ে এত বড় একটা সন্ত্রাসী অপারেশন সম্পন্ন করে বিশ্বের সামনে জোট সরকারের অম্লান ভাবমুর্তিকে এমনভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দেবে তারা ! তাদের আপার চেম্বার কি এতটাই খালি ? বিশ্বাস করা মুশকিল। অথচ জোট সরকারের সুদক্ষ পুলিশ বাহিনী জমিয়তের যেসব কর্মীকে গ্রেফতার করেছে, তারা নাকি বোমা ফাটানোর কথা স্বীকার করেছে ! আশ্চর্য্য।

আমার মাথায় সব সময় কেন যেন বিপ্রতীপ চিন্তার উদয় হয়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না; এই সঙ্কট সময়েও কেন যেন বিখ্যাত হ্যারি কে টমাসের বিদায়কালীন উক্তিটি কানে বাঁজতে লাগলো। তিনি বলেছিলেন- সরকারী ও বিরোধী দল যদি মিনিমাম কনসেন্‌সাসে না আসতে পারে, বাংলাদেশে তৃতীয় শক্তির ক্ষমতায় আসা অনিবার্য্য। সেই তৃতীয় শক্তি কে, রাষ্ট্রদূত মহোদয় তা ক্লিয়ার করে বলেননি। খুব সম্ভবত এই মারফাতি শক্তিটিকে শনক্তকরণের কাজটি তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশের প্রতিনিধি, কেউ কেউ সম্মান করে যাকে ভাইসরয় বলে সম্বোধন করতেন, তার কথা তো আর মিথ্যে হতে পারে না। দেশের বর্তমান যা অবস্থা- টাকার অব্যাহত দরপতন, জিনিসপত্রের

অগ্নিমুল্য, লাগামহীন সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি, দৈনিক গড়ে এগার জন করে মানুষ খুন, উগ্র ধর্মীয় মৌলবাদের অপ্রতিহত উত্থান এবং সর্বশেষে সমগ্র দেশব্যপী এই অভুতপুর্ব সিংক্রোনাইজ্ড বোমা হামলার ঘটনা- সবকিছু যেন কীসের এক অশুভ বার্তার ইংগিত দেয়। মনে হচ্ছে -সেই বহুল কথিত তৃতীয় শক্তিকে ক্ষমতায় আনতেই যেন সিরিয়াল বোমা হামলার এই ড্রেস রিহার্সেলটি সম্পন্ন হলো। তৃতীয় শক্তির ক্ষমতায় আরোহনের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুতের দরকার। এই হামলা করে ক্ষেত্রটি যে পুরোপুরি প্রস্তুত করে দেয়া হলো- আমাদের মাননীয়া নেত্রীবৃন্দ তা অনুধাবন করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে আমি যথেষ্ট সন্দিহান। কারণ দেশের মানুষের চরিত্রই যেন পাল্টে গেছে, দেশটা ইস্কাবনের দেশ হয়ে গেছে। যা ভাবার তা ভাবেন না, যা করার তা করেন না। পাঠক, গত ১৪ই আগস্টের সংবাদপত্রে প্রকাশিত নীচের খবরগুলি একবার চেখে দেখুনঃ

১। সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত মীরপুরের কোটিপতি ব্যবসায়ী কাজী শহীদের পোষা কুকুরটির অনশনে আত্মহত্যা। কাজী শহীদ মারা যাওয়ার পর কুকুরটি একবিন্দু আহার গ্রহন করে নাই, সবসময় তার চোখ দিয়ে পানি গড়াতো। কুকুরটিকে দাফন করে কবর দেয়া হয়েছে।

২। নীলফামারির জলঢাকায় নবপরিনীতা পুত্রবধু কতৃক শ্বশুরের লিঙ্গ-কর্তন।

পাঠক। প্রিয়জনের শোকে আত্মত্যাগ একটি মানবীয় কাজ এবং প্রথম রিপুটির চরিতার্থ সাধনের সময় সম্পর্কের বাছবিছার না করা একটি পাশবিক কাজ। পশু মানুষের মতো আচরণ করছে, আর মানুষ করছে পশুর মতো !

যা ঘটার নয় তাই ঘটাই কি তা'হলে আমাদের সমাজের রীতি হয়ে গেল?

ছগীর আলী খাঁন

ভাটপাড়া- সাভার

১৯-০৮-২০০৫